দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..... 7 APR 2010 .....
পৃষ্ঠা ..... কলাম ..... ......

# বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল

উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার নানাবিধ সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কথা বিবেচনা করেই ১৯৯২
সালে দেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করা হয়েছিল। এই আইনের
আওতায় অল্প সময়ের মধ্যেই দেশে কয়েক ডজন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠিত হয়। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান ও ব্যবস্থাপনা
অপেক্ষাকৃত উন্নত ও সম্প্রসারিত হলেও শিক্ষার্থীর তুলনায় আসন সংখ্যার স্বল্পতা,
সেশনজট, ছাত্র রাজনীতির নামে বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি কারণে অনেক শিক্ষার্থী
বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঝুঁকে পড়ছে। কিন্তু বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর
বেশিরভাগই উচ্চ শিক্ষার ন্যূনতম মানও বজায় রাখতে না পারছে না। এদের
শিক্ষার মান এবং সনদের মর্যাদা নিয়ে শুরু থেকেই প্রশ্ন রয়েছে। বেসরকারী
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নিজস্ব ক্যাম্পাস এবং স্থায়ী টিচার্স স্টাফ না থাকা এবং যেনতেন
প্রকারে শিক্ষা কার্যক্রম শেষ করার কারণে দেশে উচ্চশিক্ষার মানে অবনতি ঘটছে
বলে অভিযোগ খুবই জোরালো। অনুমোদনের শর্ত পূরণে বাধ্য করতে একাধিক
কমিটি গঠন করা হলেও অর্ধশতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র চার-পাঁচটি বাদে
বাকীগুলো শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় কার্যত বৈধতা হারিয়েছে।
গতকাল প্রকাশিত এক খবরে জানা যায়, দেশে অনুমোদিত একান্নটি বেসরকারী
বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৪৬টি নিজস্ব ক্যাম্পাস ছাড়াই চলছে। প্রতিষ্ঠার পর সাময়িক
সনদপ্রাপ্তির সময় ৫ বছরের মধ্যে নিজস্ব ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার শর্ত মেনে নিয়ে এসব
বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করলেও শর্ত মোতাবেক নিজস্ব ক্যাম্পাস
প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়ে এখন অবৈধভাবেই তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে।
সাময়িক সনদের মেয়াদ বৃদ্ধির কোন আইনগত সুযোগ না থাকলেও বছরের পর
বছর ধরে ইউজিসি এদের মেয়াদ বাড়িয়ে চলেছে। ভাড়া করা বাড়ীতে অপর্যাপ্ত,
অপ্রশস্ত ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করলেও এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি
ফি, টিউশন ফির পরিমাণ অনেক বেশী। শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ, শিক্ষা
উপকরণ, নিজস্ব শিক্ষকমণ্ডলী, লাইব্রেরী ও ল্যাবরেটরী না থাকলেও এসব
বিশ্ববিদ্যালয়ে একেকজন শিক্ষার্থীর খরচ আকাশছোঁয়া। বছরে ন্যূনপক্ষে লাখ
টাকা খরচ হয় বলে দেশের নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে
পড়াশোনা করার কথা ভাবতেও পারে না। দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে
উচ্চশিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান উন্নয়নে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কোন ভূমিকা
রাখতে পারছে না; বরং লাখ লাখ টাকা ভর্তি ফি ও টিউশন ফির বিনিময়ে
বেশিরভাগই রমরমা শিক্ষা-বাণিজ্য তথা সার্টিফিকেট বাণিজ্য করে যাচ্ছে।
শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষার মানোন্নয়নের শর্তগুলো পূরণ না করে পাবলিক
বিশ্ববিদ্যালয় থেকে খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে
বেশিরভাগ বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। আর মেধা যাচাই ছাড়াই শুধুমাত্র টাকার
বিনিময়ে একশ্রেণীর শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষার সার্টিফিকেট দিয়ে দেশে তথাকথিত
উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছে। কোন কোন বেসরকারী
বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পর্যন্ত সঠিকভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন।
তারা শুধু সার্টিফিকেট বিক্রি করছে। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন এবং
অগ্রযাত্রার পথে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বড় বাধা বলে অভিহিত করেছেন একজন
ভিসি। শিক্ষার নামে জনগণ যাতে প্রতারিত না হয় তা নিশ্চিত করা সরকারের
দায়িত্ব। প্রয়োজনে মানহীন ও সার্টিফিকেটসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেয়ার
পক্ষে অনেকে। বর্তমানে দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রায় দুই লাখ
শিক্ষার্থী রয়েছে বলে জানা যায়। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধভাবে বিভিন্ন
শহরে তাদের ক্যাম্পাস খুলে বসেছে। বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার অধ্যাদেশ জারি
করে এসব ক্যাম্পাস বন্ধ করার নির্দেশ দিলেও এখনো তা বন্ধ করা যায়নি। এছাড়া
২০০৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে
বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিদ্যমান বৈষম্য, মানহীনতা এবং টিউশন ফির
যৌক্তিক কাঠামো বাস্তবায়নে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, তাও বাস্তবায়ন করা
হয়নি। সামগ্রিকভাবে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যমান চিত্র হতাশাজনক। এসব
প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার উপযুক্ত অবকাঠামো, পরিবেশ, মান কোনোটাই নেই। শিক্ষার
নামে চলছে বাণিজ্য প্রতারণা ও অনৈতিক কার্যকলাপ। মেধাচর্চা উপেক্ষিত,
টাকাওয়ালারা সার্টিফিকেট পেয়ে সুখী। এ অবস্থা চলতে পারে না। চলতে দেয়া
যায় না। সরকারকে অবিলম্বে এদিকে নজর দিতে হবে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে
হবে। শুধু আইন করে শিক্ষার মানোন্নয়ন সম্ভব নয়, প্রয়োজন কার্যকর মনিটরিং
এবং নীতিমালা ও লক্ষ্যের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন।